০২-০৪-১৯ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমাদের সবদিক থেকে সকল সূত্র ছিন্ন হওয়া উচিত, কেননা ঘরে ফিরে যেতে হবে, এমন কোনো বিকর্ম যেন না হয়, যাতে ব্রাহ্মণ কুলের নাম বদনাম হয়ে যায়"

প্রশ্ন :- বাবা কোন্ বাচ্চাদের দেখে খুশী হন ? কোন্ বাচ্চারা বাবার নয়নে সমায়িত হয়ে আছে ?

উত্তর :-- যে বাচ্চারা অনেককেই সুখদায়ী বানিয়ে তোলে, যারা সেবাপরায়ণ, তাদের দেখে বাবাও খুশী হন । যে বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকে যে, এক বাবার কথাই শুনবো, বাবার সাথেই কথা বলবো -- - এমন বাচ্চারা বাবার নয়নে সমায়িত হয়ে থাকে । বাবা বলেন - যে বাচ্চারা আমার সেবাকাজ করে, তারা আমার অতি প্রিয় । এমন বাচ্চাদের আমি স্মরণ করি ।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি রুহানী বাচ্চারা জানে যে, আমরা বাবার সামনে বসে আছি, সেই বাবা আমাদের টিচারের রূপেও পড়ান । সেই বাবা পতিত - পাবন আবার সদগতি দাতাও । তিনি আমাদের সাথে করেও নিয়ে যান আবার সহজ রাস্তাও বলে দেন । তিনি আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করার জন্য কোনো পরিশ্রম করান না । যেখানেই যাও না কেন, ঘুরতে - ফিরতে, বিদেশে গিয়েও কেবলমাত্র নিজেকে আত্মা মনে করো । যেভাবেই হোক তোমরা সেটা বুঝতে পারো, তবুও বাবা বলেন, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো, দেহ - ভাব ত্যাগ করে আত্ম - অভিমানী হও । আমরা আত্মা, এই শরীর ধারণ করি অভিনয় করার জন্য । এক শরীরে অভিনয় করে আবার অন্য শরীর ধারণ করি । কারোর অভিনয় ১০০ বছরের, কারোর ৮০ বছরের, কারোর আবার ২ বছরের, আবার কারোর ৬ মাসের । কেউ কেউ আবার জন্মেই মারা যায় । কেউ আবার জন্ম নেওয়ার পূর্বেই গর্ভেই মারা যায় । এখন এখানকার পুনর্জন্ম আর সত্যযুগের পুনর্জন্মের মধ্যে রাতদিনের তফাত । এখানে গর্ভে জন্ম নেয় তো একে গর্ভজেল বলা হয় । সত্যযুগে গর্ভজেল হয় না । ওখানে বিকর্ম হয় না কারণ ওখানে রাবণ রাজ্য নেই । বাবা সব কথা বুঝিয়ে বলেন । বেহদের বাবা বসে এই শরীরের দ্বারা বুঝিয়ে বলেন । এই শরীরের আত্মাও শোনে । জ্ঞানের সাগর বাবাই শোনান, যাঁর নিজের কোনো শরীর নেই । তাঁকে সর্বদা শিবই বলা হয় । তিনি যেমন পুনর্জন্ম রহিত, তেমনই নাম - রূপ রহিত । তাঁকে বলা হয় সদাশিব । সর্বদার জন্য তিনি শিবই, তাঁর শরীরের কোনো নাম হয় না । এনার মধ্যেও যখন প্রবেশ করেন, তখনও এনার শরীরের নামও তাঁকে দেওয়া হয় না । এ হলো তোমাদের বেহদের সন্ন্যাস, ওরা হয় হদের সন্ন্যাসী । তাঁদের নামও প্রচলিত । বাবা তোমাদেরও কতো ভালো ভালো নাম রেখেছেন । ড্রামা অনুসারে যাকে নাম দেওয়া হয়েছে সেও আবার চলে গেছে । বাবা মনে করেন, যদি তাঁর হয়, তাহলে অবশ্যই থাকবে, বাবাকে কখনোই তালাক দেবে না, কিন্তু তবুও যদি দিয়ে দেয় তাহলে নাম রেখে আর কি লাভ হবে । সন্ন্যাসীরাও যদি ঘরে ফিরে আসে তখন পুরানো নামই চলতে থাকে । ঘরে তো ফিরেই আসে, তাই না । এমনও নয় যে, সন্ন্যাসী হলে তাঁদের মিত্র - সম্বন্ধী ইত্যাদি স্মরণে আসে না । কারোর তো তাঁদের মিত্র -সম্বন্ধীদের কথা খুবই স্মরণে আসে । তারা মোহতে ফেঁসে মরে । সুতোর বাঁধন আটকেই থাকে । কারোর আবার চট্ করেই কানেকশন ছিন্ন হয় । এই সূত্র ছিন্ন তো করতে হবেই । বাবা বুঝিয়েছেন যে, এখন তো ঘরে ফিরে যেতে হবে । বাবা নিজে বসেই বলেন, ভোরবেলাও তো বাবা বলছিলেন, তাই না । দেখে দেখে মনে সুখের অনুভব হয় -- কেন ? বাচ্চারা বাবার নয়নে সমায়িত হয়ে আছে । আত্মারা তো নয়নেরই আলো । বাবাও তো বাচ্চাদের দেখে খুশী হন, তাই না । কেউ কেউ তো খুব ভালো বাচ্চা হয় যারা সেন্টারের দেখাশোনা

করে, কেউ আবার ব্রাহ্মণ হয়েও বিকারে চলে যায়, তারা অবাধ্য সন্তান হয় । তাই এই বাবাও সেবাপরায়ণ বাচ্চাদের দেখে খুশী হন । অসীম জগতের বাবা বলেন, ওদের তো কুল কলঙ্কিত বলা হবে । ওরা ব্রাহ্মণ কুলের নাম বদনাম করে । বাবা বাচ্চাদের বোঝাতে থাকেন – কারোর নাম – রূপেই আটকে যেও না, তাহলে তাদেরও সেমি কুল কলঙ্কিত বলা হবে । সেমির থেকে আবার ফাইনালও হয়ে যায় । তারা নিজেরাই লেখে যে – বাবা আমরা নেমে গেছি, আমরা মুখ কালো করে দিয়েছি । মায়া আমাদের ধোঁকা দিয়ে দিয়েছে । মায়ার ঝড় অনেক আসে । বাবা বলেন যে, কাম কাটারি চালালে এও একে অপরকে দুঃখ দেওয়া হয়, তাই প্রতিজ্ঞা করান, তারা রক্ত দিয়েও বড় পত্র লেখে । আজ তারা আর নেই । বাবা বলেন, অহো মায়া ! তুমি জবরদস্ত । এমন বাচ্চারা, যারা রক্ত দিয়েও লিখে দিত, তুমি তাদেরও খেয়ে ফেলো । বাবা যেমন শক্তিশালী (সমর্থ), মায়াও তেমনই শক্তিশালী (সমর্থ) । তোমরা অর্ধেক কল্প বাবার শক্তির অবিনাশী উত্তরাধিকার পাও, অর্ধেক কল্প মায়া সেই শক্তিকে খুইয়ে দেয় । এ হলো ভারতের কথা । দেবী – দেবতা ধর্মের মানুষরাই বিত্তবান থেকে দেউলিয়া হয়ে যায় । এখন তোমরা লক্ষ্মী – নারায়ণের মন্দিরে যাবে । তোমরা তো আশ্চর্য হয়ে যাবে । আমরা তো এই কুলের (ঘরানার) ছিলাম, এখন আমরা আবার পড়ছি । এনার আত্মাও বাবার কাছ থেকে পড়ছে । পূর্বে তো তোমরা যেখানে – সেখানে মাথা ঠুকতে । এখন তোমাদের জ্ঞান হয়েছে, তোমরা প্রত্যেকেরই সম্পূর্ণ ৮৪ জন্মের কাহিনী জানো । প্রত্যেকেই তার নিজের নিজের ভূমিকা পালন করে ।

বাবা বলেন – বাচ্চারা, সর্বদা খুশীতে থাকো । এখানকার এই খুশীর সংস্কার তোমরা সাথে করে নিয়ে যাবে । তোমরা জানো যে, আমরা কি হই ? বেহদের বাবা আমাদের এই অবিনাশী উত্তরাধিকার দিচ্ছেন আর কেউই তা দিতে পারে না । একজন মানুষও নেই যে জানে যে, এই লক্ষ্মী – নারায়ণ কোথায় গেলেন ? তারা মনে করে, ওনারা যেখান থেকে এসেছিলেন, সেখানেই চলে গেছেন । বাবা এখন বলছেন, তোমরা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করো, ভক্তিমার্গেও তোমরা বেদ শাস্ত্র পড়তে, এখন আমি তোমাদের জ্ঞান শোনাচ্ছি । তোমরা বিচার করো – ভক্তি সঠিক নাকি আমরা সঠিক ? বাবা, অর্থাত্ রাম হলেন সঠিক, রাবণ হলো বেঠিক । প্রতি কথায়ই অসত্য বলে । এ কেবল জ্ঞানের কথার জন্যই বলা হয় । তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, প্রথমে আমরা সবই অসত্য বলতাম । দান – পুণ্য ইত্যাদি করেও সিঁড়িতে নেমে এসেছি । তোমরা আত্মাদেরই দাও । যে পাপাত্মা, সেই পাপাত্মাকে দিলে পুণ্য আত্মা কিভাবে হবে ? ওখানে আত্মাদের এই দেওয়া – নেওয়া হয় না । এখানে তো লাখ টাকারও ধার নিতে থাকে । এই রাবণ রাজ্যে প্রতি পদে মানুষের দুঃখ । এখন তোমরা সঙ্গম যুগে আছো । তোমাদের তো এখন প্রতি পদে পদ্ম । দেবতারা পদ্মপতি কিভাবে হয়েছে ? এ কথা কেউই জানে না । স্বর্গ তো অবশ্যই ছিল । তার নিদর্শনও আছে । বাকি ওরা তো জানেই না যে, তারা পূর্বজন্মে কি এমন কর্ম করেছে যে রাজ্যভাগ্যের অধিকারী হয়েছে । সেটা তো হল নতুন সৃষ্টি । ওখানে অপ্রয়োজনীয় চিন্তা হয় না । ওই দুনিয়াকে সুখধাম বলা হয় । এ হলো পাঁচ হাজার বছরের কথা । তোমরা এই পড়া পড়ো সুখের জন্য, পবিত্র হওয়ার জন্য । বাবা অনেক যুক্তি বলেন । তিনি কত ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন, শান্তিধাম হলো আত্মাদের থাকার জায়গা, তাকে সুইট হোম বা মিষ্টি ঘর বলা হয় । বিদেশ থেকে ফিরলে যেমন মনে করবে, এখন আমরা আমাদের সুইট হোমে ফিরে যাচ্ছি । তোমাদের সুইট হোম হলো শান্তিধাম । বাবাও তো শান্তির সাগর, যাঁর পার্ট পরের দিকে হবে । তিনি কতো সময় শান্তিতে থাকেন । বাবার খুবই অল্প সময়ের পার্ট । এই ড্রামাতে তোমাদের হলো হিরো – হিরোইনের পার্ট । তোমরা এই বিশ্বের মালিক হও । এই নেশা কখনো আর কারোরই হওয়া সম্ভব নয়

। আর কারোর ভাগ্যে এই স্বর্গের সুখই নেই । এ তো তোমরা, বাচ্চারাই পাও । যেই বাচ্চাদের বাবা দেখেন, তারা বলে, বাবা, তোমার কথাই বলবো, তোমার সাথেই কথা বলবো । বাবাও বলেন , বাচ্চারা, আমি তোমাদের দেখেও খুবই খুশী হই । আমি পাঁচ হাজার বছর পরে এসেছি, আমি বাচ্চাদের দুঃখধাম থেকে সুখধামে নিয়ে যাই কেননা কাম চিতায় বসে সকলেই জ্বলে ভস্ম হয়ে গেছে । এখন তাদের কবর থেকে বের করতে হবে । আত্মারা তো সবাই এখানে হাজির । তাদের পবিত্র হতে হবে ।

বাবা বলেন – বাচ্চারা, বুদ্ধির দ্বারা এক সদ্গুরুকে স্মরণ করো আর সবাইকেই ভুলে যাও । একজনের সঙ্গেই সম্পর্ক রাখতে হবে । তোমরা বলেছিলে, আপনি এলে, আপনি ছাড়া আর কেউই নয় । একমাত্র আপনার মতেই চলবো । আমরা শ্রেষ্ঠ হবো । এমন মহিমাও আছে যে, উঁচুর থেকে উঁচু হলেন ভগবান । তাঁর মতও উঁচুর থেকেও উঁচু । বাবা নিজেই বলেন, এই জ্ঞান যা আমি তোমাদের দিই, তা প্রায় লোপ হয়ে যাবে । ভক্তিমার্গের শাস্ত্র তো পরম্পরা ধরে চলে আসছে । এমনও বলা হয় যে, রাবণও চলে আসে । তোমরা জিজ্ঞেস করো, রাবণকে তোমরা কবে থেকে জ্বালাও, কেন জ্বালাও ? কেউ কিছুই জানে না । অর্থ না জানার কারণে কতো আনন্দ করে পালন করে । অনেক অতিথিকে তারা ডাকে । যেন তারা রাবণ জ্বালানোর উৎসব পালন করে । তোমরা বুঝতেই পারো না, কবে থেকে রাবণকে বানিয়ে আসছে । দিনে দিনে আরো বড় বানাচ্ছে, তারা বলে, এ পরম্পরা ধরে চলে আসছে কিন্তু এমন তো হতেই পারে না । অবশেষে রাবণকে কতদিন পর্যন্ত জ্বালাতে থাকবে ? তোমরা তো জানো যে, বাকি অল্প সময় আছে, এরপর তো এর রাজ্য আর থাকবে না । বাবা বলেন যে, এই রাবণ হলো সবথেকে বড় শত্রু, এর উপর বিজয় লাভ করতে হবে । মানুষের বুদ্ধিতে অনেক কথা আসে । তোমরা জানো যে, এই ড্রামাতে সেকেণ্ড বাই সেকেণ্ড যা চলে এসেছে, তা সবই লিপিবদ্ধ আছে । তোমরা তিথি – তারিখ সম্পূর্ণ হিসেব বের করতে পারো – কত ঘন্টা, কত বছর, কত মাস আমাদের এই পার্ট চলে । এই সম্পূর্ণ জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকা উচিত । বাবা আমাদের এইকথা বুঝিয়ে বলেন । বাবা বলেন, আমিই হলাম পতিত – পাবন । তোমরা আমাকে ডাকো যে, তুমি এসে আমাদের পবিত্র বানাও । পবিত্র দুনিয়া হলো শান্তিধাম আর সুখধাম । এখন তো এখানে সবাই পতিত । তোমরা সবসময় বাবা – বাবা বলতে থাকো । একথা ভুলে যেও না তাহলে সর্বদা শিববাবা স্মরণে আসবে । ইনি আমাদের বাবা । প্রথমে ইনি হলেন অসীম জগতের বাবা । বাবা বললে অবিনাশী উত্তরাধিকার খুশীর অনুভব হয় । কেবল ভগবান বা ঈশ্বর বললে এমন চিন্তা আসবে না । তোমরা সবাইকে বলো – বেহদের বাবা আমাদের ব্রহ্মার দ্বারা বোঝান । ইনি হলেন ওনার রথ । তিনি ওনার দ্বারা বলেন – বাচ্চারা আমি তোমাদের এমন বানাই । এই ব্যাজে সম্পূর্ণ জ্ঞান ভরা আছে । পরের দিকে তোমাদের এই স্মরণে থাকবে – শান্তিধাম আর সুখধাম । দুঃখধামকে তো তোমরা ভুলতে থাকো । এও সবাই জানে তবুও নম্বরের ক্রমানুসারে সবাই নিজের নিজের সময়ে আসবে । ইসলামী, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ইত্যাদি কতো অনেক আছে । অনেক ভাষা আছে । প্রথমে ছিলো এক ধর্ম এরপর কতো বের হয়ে গেছে । কতো লড়াই ইত্যাদি লেগেই আছে । সকলেই লড়াই করছে কারণ সকলেই এখন অনাথ হয়ে গেছে । বাবা এখন বলছেন, আমি তোমাদের যে রাজ্যের অধিকার দিই তা কখনোই কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না । বাবা স্বর্গের অবিনাশী বর্সা দেন যা কেউই ছিনিয়ে নিতে পারে না । এতে তোমাদের অখণ্ড, অটল, অটুট থাকতে হবে । মায়ার ঝড় তো অবশ্যই আসবে । যারা প্রথমদিকে থাকবে তারা তো সবই অনুভব করবে । এই অসুখ – বিসুখ সবই চিরকালের জন্য শেষ করতে হবে, তাই কর্মের হিসেব – নিকেশ, রোগ ইত্যাদি বেশী আসলে ভয় পেয়ো না । এ সবই পরের দিকের, এরপর তা আর হবে না । এখন সবই উথালপাথাল হবে । বৃদ্ধকেও মায়া যুবা করে দেবে । মানুষ যখন বাণপ্রস্থে যায়, তখন

সঙ্গে কোনো মহিলা যায় না । সন্ন্যাসীরাও জঙ্গলে চলে যায় । সেখানেও কোনো মহিলা থাকে না । তারা কারোর দিকেই তাকায় না । ভিক্ষা নেয় আর চলে যায় । আগে তো স্ত্রীর দিকেও তাকাতো না । তারা মনে করতো তাহলে বুদ্ধি সেই দিকে আকর্ষণ হবে । ভাই – বোনের সম্পর্কেও বুদ্ধি আকর্ষণ করে তাই বাবা বলেন ভাই – ভাইয়ের দৃষ্টিতে দেখো । শরীরের নামের আকর্ষণও যেন না থাকে । এ অনেক উঁচু লক্ষ্য । একদম উপরে শিখায় যেতে হবে । এই রাজধানী এখন স্থাপন হচ্ছে । এতে অনেক পরিশ্রম । তোমরা বলো, আমরা তো লক্ষ্মী – নারায়ণ হবো । বাবা বলেন, আচ্ছা, ঠিক আছে হও । আমার শ্রীমতে চলো । মায়ার ঝড় তো আসবেই, কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কোনো খারাপ কাজ করো না । দেউলিয়া তো এমনিতেই হয় । এমনও নয় যে, জ্ঞানে এলো তো তারপর দেউলিয়া হয়ে গেলো । এ তো চলেই আসছে । বাবা বলেন, আমি আসিই তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র করতে । কখনো কেউ খুব ভালো সেবা করে, অন্যদেরও বোঝায় তারপর দেউলিয়া হয়ে নিজেই চলে যায় ----মায়া খুবই জবরদস্ত । ভালো ভালো বাচ্চারাও নেমে যায় । বাবা বসে বোঝান, আমার সেবা করে এমন বাচ্চাই আমার প্রিয় । তারা অনেককেই সুখদায়ী করে, আমি এমন বাচ্চাদেরই স্মরণ করি । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্নেহ -- সুমন এবং সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) কারোর নাম রূপে মোহিত হয়ে কুল কলঙ্কিত হবে না । মায়ার প্রভাবে এসে একে অপরকে দুঃখ দেবে না । বাবার থেকে শক্তির (সমর্থীর) অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হবে ।

২) সদা খুশীতে থাকার সংস্কার এখান থেকেই ভরপুর করতে হবে । এখন পাপ আত্মাদের সঙ্গে কোনো প্রকারের দেওয়া – নেওয়ার সম্পর্ক স্থাপন করবে না । অসুখ –বিসুখ দেখেও ভয় পেয়ো না, সব হিসেব – নিকেশ এখনই শোধ করতে হবে ।

বরদান :-- পরিস্থিতিকে শিক্ষক মনে করে তার থেকে পাঠ নিয়ে অনুভবের প্রতিমূর্তি ভব

কোনো পরিস্থিতিতে ঘাবড়ে যাওয়ার পরিবর্তে অল্প সময়ের জন্য তাকে শিক্ষক মনে করো । পরিস্থিতি তোমাদের বিশেষ দুটি শক্তির অনুভবী করে, এক সহনশক্তি আর দ্বিতীয় মোকাবিলা করবার শক্তি । এই দুটি শিক্ষা যদি গ্রহণ করতে পারো, তাহলে অনুভবী হয়ে যাবে । তোমরা যখন বলো, আমি তো ট্রাস্টি, আমার তো কিছুই নেই, তাহলে কেন পরিস্থিতি দেখে ঘাবড়ে যাও ! ট্রাস্টির অর্থ সবকিছুই বাবার অধীন করে দিয়েছ তাই যা হবে তা ভালোই হবে, এই স্মৃতিতে সদা নিশ্চিন্ত, সমর্থ স্বরূপ থাকো ।

স্লোগান :-- যার স্বভাব মিষ্টি সে ভুল করেও কাউকেই দুঃখ দেয় না ।